অনগ্রসর নাগরিকগণের অধিকার সুরক্ষা, সমান সুযোগ ও পূর্ণ অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়ণ বিষয়ে আইন কমিশনের সুপারিশ

ভূমিকা

জন্মগতভাবে প্রতিটি মানুষ স্বাধীন এবং পূর্ণ মানবাধিকার ও সমমর্যাদার অধিকারী। সমান অধিকার, মানব মর্যাদা ও বৈষম্যহীনতা বাংলাদেশ সংবিধানের মৌলিক অধিকার ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসহ সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা থেকে শুরু করে অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলাদির মূল মতবাদ ও বিধান হিসেবে স্বীকৃত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান সকল নাগরিকের জন্য সমান অধিকারের নিশ্চয়তা দিয়েছে এবং বৈষম্যকেও নিষিদ্ধ করেছে। সংবিধানের ১৯, ২৭,২৮ ও ২৯ নং অনুচ্ছেদে সমতা, সমান সুযোগ এবং বৈষম্য বিরোধী বিধানাবলী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ২৭ অনুচ্ছেদে সাধারণ অর্থে সমতা এবং ২৮(১) অনুচ্ছেদে বিশেষভাবে সমতার প্রয়োগকে বর্ণনা করা হয়েছে, যেখানে ধর্ম, গোষ্ঠি, বর্ণ, নারীপুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে বৈষম্য প্রদর্শন নিষিদ্ধ। ২৯(১) অনুচ্ছেদে কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকলের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

সাংবিধানিক বিধানাবলী এবং সকল প্রকার জাতিগত বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ থেকে, বাংলাদেশ যার একটি পক্ষ রাষ্ট্র, এটি সুস্পষ্ট যে নাগরিকদের অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে কোন ধরণের বৈষম্য গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু বাস্তব অবস্থা ভিন্ন। বাংলাদেশে অতি প্রয়োজনীয় কিছু পেশায় নিয়োজিত এক বিশাল জনগোষ্ঠি রয়েছে, যারা বহুমুখী বৈষম্যের শিকার হন এবং নানাবিধ সামাজিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, প্রথাগত বা অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় রীতি-নীতির কারণে তাদের সাংবিধানিক অধিকার বা রাষ্ট্রীয় আইনে প্রাপ্য অধিকার পুরোপুরি ভোগ করতে পারেন না। বিশ্বের অনেক দেশেই এ ধরণের গোষ্ঠির অস্তিত্ব রয়েছে। তাঁরা বর্তমানে আন্তর্জাতিকভাবে 'দলিত' নামে অধিকতর পরিচিত। বাংলাদেশে তাদের সংখ্যা প্রায় সত্তর লক্ষ । তাদের অধিকাংশের পূর্বপুরুষকে প্রায় দুইশত বছর পূর্বে ব্রিটিশ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মূলত নিম্নে বর্ণিত কাজ করার জন্য বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চলে আনা হয়েছিল।

ডোমার (সুইপার, পরিচ্ছন্নতা কর্মী), বাল্মিকী (পরিচ্ছন্নতা কর্মী), কলু (ঘানিতে তেলবীজ থেকে তেল তৈরী), ঋষি (মুচি,চামড়া সংশ্লিষ্ট কাজ) বীন, মালা (চা বাগান শ্রমিক), মাদিগা (সুইপার, চা বাগান শ্রমিক), ধোপা, নাপিত, বেদে, জোলা (তাঁতি), হাজাম, মাঝি, কশাই, কায়পুত্র (শুকর পালনকারী), চাকালী, মাইহাল, লালবেগি (পরিচ্ছন্নতা কর্মী), রবিদাস (চা বাগান শ্রমিক ও চামড়া সংশ্লিষ্ট কাজ), বাগদি, বাওয়ালী, বাশফোর (পরিচ্ছন্নকর্মী), ডোম (মৃতদেহ সৎকারকারী) ইত্যাদি। এদের মধ্যে অবশ্য অনেকেই আছেন যাদের পূর্বপুরুষদের আবাসস্থল বর্তমান বাংলাদেশ।

এছাড়াও আছে হিজড়া, যৌনকর্মী। তারাও অনেক নাগরিক অধিকার ভোগ করা থেকে বঞ্চিত হন। আছে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী। অনেক ক্ষেত্রে নৃতাত্ত্বিক এবং ধর্মীয় সংখ্যা লঘুগণ নিজেদের প্রান্তিকতা, বঞ্চনা, ঘৃণা এবং অধীনস্ততার শিকার বলে মনে করেন যা তাদের অনেক নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।

রাষ্ট্রের পক্ষে যা করা প্রয়োজন তা হচ্ছে তাদের জন্য এমন পরিবেশ তৈরি করা যেখানে তারা সংবিধান ও আইন প্রদত্ত অধিকার ভোগ করতে পারবে। তাদের অধিকার রক্ষার জন্য বিশেষ আইন প্রণয়ন করা অপরিহার্য। তাদের অধিকার ভোগ করতে বাধা প্রদানকারী, সরকারি বা বেসরকারি কর্তৃপক্ষ , সংস্থা বা ব্যক্তি কর্তৃক যে কোন ধরণের বৈষম্যমূলক কাজ বা আচরণ প্রদর্শনকারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও অধিকার ভোগে সহায়তা করার জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন।

সংবিধানে বৈষম্য সংক্রান্ত মৌলিক অধিকারের যে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে তার একটি সীমাবদ্ধতা হলো অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে তা কেবল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যায়। কোন ব্যক্তি বা বেসরকারি সংস্থার এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা নেই। উপরন্তু সংবিধানে বৈষম্যের কারণ হিসাবে কেবল ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, নারীপুরুষভেদের এবং জন্মস্থানকে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে আরো অনেক প্রকার জাতপাত ও পেশা ভিত্তিক গোষ্ঠির অস্তিত্ব রয়েছে, যারা নানামুখী বৈষম্যের শিকার।

বাংলাদেশের সংবিধানে চেতনাগতভাবে ধর্ম, গোষ্ঠি, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কারোর প্রতি বৈষম্য করা যাবে না বলে উল্লেখ থাকলেও সামাজিক বৈষম্য ও অস্পৃশ্যতা বিরোধী কোন আইনের অধীন প্রায়োগিকভাবে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা না থাকার কারণে ভুক্তভোগী ব্যক্তির পক্ষে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ কঠিন। এ কারণে এমন একটি আইনি কাঠামো দরকার যেখানে বিভিন্ন প্রান্তিক শ্রেণি এবং গোষ্ঠির বিরুদ্ধে বৈষম্যের কারণ ও ক্ষেত্রের বিস্তারিত উল্লেখ থাকবে এবং ঐ সকল ক্ষেত্রে বৈষম্যের কারণে রাষ্ট্র এবং ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার বিধান থাকবে। প্রস্তাবিত আইনটি এমন একটি প্রক্রিয়া নির্ধারণ করবে যার দ্বারা কোন নীতিমালা বা কর্মকান্ড কোন ব্যক্তি মানুষ বা গোষ্ঠির ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক কিনা তা নির্ধারণ এবং উপযুক্ত প্রতিকারের ব্যবস্থা করা যাবে।

বৈষম্যকে সংজ্ঞায়িতকরণ

যখন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠি অন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠির তুলনায় তাদের গোত্র, বর্ণ, জাত-পাত, পেশা, জন্মস্থান, নৃতাত্বিক পরিচয়, ধর্ম, ভাষা, নারী-পুরুষ পরিচয়, প্রতিবন্ধিতা, বয়স, গর্ভাবস্থা এবং মাতৃত্ব বা অন্য কোন কারণে একই পরিস্থিতিতে ভিন্নতর আচরণের শিকার হয় এবং কম সুবিধা পায় তখন বৈষম্য ঘটে।

উল্লিখিত বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জাতিসংঘ চুক্তি সকল প্রকার জাতিগত বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ-এর অনুচ্ছেদ ১-এ বলা হয়েছে " জাতিগত বৈষম্য হচ্ছে জাত-পাত, বর্ণ, জন্ম, অথবা জাতিগত জাতীয়, বা নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের কারণে কোন পার্থক্য বিচ্ছিন্নতা, বঞ্চনা অথবা পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করা; যার উদ্দেশ্য বা ফলাফল হচ্ছে জনজীবনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা অন্য কোন ক্ষেত্রে সমভাবে মানবাধিকার এবং মৌল স্বাধীনতার স্বীকৃতি, ভোগ বা চর্চা বিনষ্ট বা ক্ষতি করা।"

পেশা ও জন্মের ভিত্তিতে বৈষম্য হলো, যে কোন ধরণের পার্থক্য, বঞ্চনা, নিষেধাজ্ঞা, অথবা বংশানুক্রমিক আনুকূল্য যেমন কাস্ট বা জাতপাত, তথা বর্তমান অথবা বংশানুক্রমিক পেশা, পরিবার, গোষ্ঠী অথবা সামাজিক উৎপত্তি, নাম, জন্মস্থান, সামাজিক শ্রেণিভেদে ভাষা এবং উচ্চারণ যার ফলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অথবা জনজীবনের অন্য কোন ক্ষেত্রে মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা সমভাবে স্বীকৃতি, ভোগ ও চর্চা ক্ষতিগ্রস্ত ও রদ করে। এ ধরণের বৈষম্য সাধারণত শুদ্ধতা, অশুদ্ধতার ধারণা ও অস্পৃশ্যতার চর্চার সাথে সম্পর্কিত এবং যেখানে এ ধরনের বৈষম্যও চর্চা হয় তা সেখানকার সমাজ ও সংস্কৃতির গভীর মূলে প্রোথিত।

কেবল ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী ও ব্যক্তির পর্যাপ্ত উন্নতি নিশ্চিতকরণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হলে এবং এ ধরণের সুরক্ষা ঐ গোষ্ঠী এবং ব্যক্তির মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা সমভাবে ভোগ ও চর্চার জন্য প্রয়োজন হলে তা পেশা ও জন্মের ভিত্তিতে বৈষম্য হিসেবে বিবেচনা করা হবে না, তবে শর্ত থাকে যে, যদিও এ ধরণের বিশেষ ব্যবস্থার ফলে অন্যান্য গোষ্ঠীর পৃথক অধিকার সংরক্ষণ করে না, তাই এই বিশেষ ব্যবস্থাসমূহ যে উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয়েছে তা অর্জনের পর আর বহাল থাকবে না।

উপরের বর্ণনা থেকে এটা সহজেই অনুমেয় যে, সকল প্রান্তিক ব্যক্তি বা গোষ্ঠি যারা নানাবিধ সামাজিক, পেশাগত, প্রথাগত বা অন্য কোন কারণে আইন প্রদত্ত অধিকার ভোগে বাধার সম্মুখীন হন তাদের সেই অধিকার ভোগের বাধা দূরীকরণের জন্য বিশেষ আইন বা আইনী ব্যবস্থা থাকা অপরিহার্য।

বৈষম্যর শিকার বিভিন্ন অনগ্রসর নাগরিক গোষ্ঠির অধিকারের আইনী সুরক্ষা

অনগ্রসর জনগোষ্ঠির অধিকার সুরক্ষার আলোচনায় প্রথমেই আসে পরিচ্ছন্নতা কর্মী এবং পেশা বা কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ যার কয়েকটি উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য, বাংলাদেশের চা শ্রমিকরা সাধারণ শ্রমিকভুক্ত নয়। এদের সামাজিক ও পেশাগত অবস্থা ও অবস্থান খুবই করুণ এবং মজুরী অনেক কম। বেদে সম্প্রদায়ের মানুষের অবস্থাও সংকটাপন্ন। বিভিন্ন কারণে নিজ ভূমিতে তারা বাস্তুচ্যুত ও পরবাসী। এরা ভূমিহীন যাযাবর জীবন যাপন করে। এদের বাস মূলত নৌকায়। সাপের খেলা দেখানো, তাবিজ-কবজ ভিত্তিক চিকিৎসা প্রদান এবং রকমারি জিনিসপত্র বিক্রি এদের পেশা। এরা দারিদ্র ও অশিক্ষায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষের এক জনগোষ্ঠি।

অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠি, যেমন যৌনকর্মী, হিজড়া এবং ক্ষেত্র বিশেষে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠি বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠির প্রতিনিধিরাও বৈষম্যের শিকার হন। তবে তাদের প্রান্তিকতার উৎস, চরিত্র ও সমস্যা ভিন্নরূপ। এদের মধ্যে প্রতিবন্ধী অধিকার বিষয়ে আইন প্রণয়ন হয়েছে। ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠির বিশেষ অধিকার সংবিধান স্বীকৃত (অনুচ্ছেদ ২৩ক)। তাদের বিশেষ অধিকার সুরক্ষার জন্যও আইন প্রণীত হতে পারে।

উল্লিখিত সংবিধানিক বিধানাবলী, সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষনাপত্র ও সর্বপ্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ (১৯৬৫) ছাড়াও নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ (১৯৬৬) এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদে (১৯৬৬) যে কোন কারণে মানুষের মধ্যে বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং বৈষম্য নিরোধে আইনী ও প্রসাশনিক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

পৃথিবীর অনেক দেশেই বৈষম্য বিরোধী আইন রয়েছে যেখানে কোন কোন শ্রেণী বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাদের অধিকার ভোগের অন্তরায় সৃষ্টিকারী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কৃত যে কোন কর্ম বা আচরণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। ভারত **(The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989)**, নেপাল **(Caste Based Discrimination and Untouchability (Offence and Punishment) Act 2011)**, ফিলিপিন্স **(An Ordinance Prohibiting Discrimination in the City of Cebu on the Basis of Disability, Age, Health, Status, Sexual Orientation and Gender Identity, Ethncity and Religion, 2012)**, হংকং **(Race Discrimination Ordinance, 2008)**, দক্ষিণ আফ্রিকা **(Promotion of Equality and Prevention of Unfair)**, যুক্তরাজ্য **(Equality Act, 2010)**, অস্ট্রেলিয়া **(Racial Discrimination Act, 1975)**, জার্মানীতে **(Act Implementing European Directives Putting Into Effect the Principle of Equal Treatment, 2006)** এই লক্ষ্যে প্রণীত আইন উদাহরণ হিসেবে বিদ্যমান আছে।

বিভিন্ন নামে পরিচিত এবং বিভিন্ন ধরণের পরিচ্ছন্নতা কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ মূলত সনাতন ধর্মে নিম্নতম শ্রেণিভূক্ত, যারা স্থানভেদে অস্পৃশ্য, হরিজন, সনাতন গোত্র বহির্ভূত **(outcaste)** বা দলিত নামে আখ্যায়িত। সে হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জাতিসংঘ স্বীকৃত **IDSN (International Dalit Solidarity Network)**। 'দলিত' একটি মারাঠি শব্দ যার অর্থ হচ্ছে ভগ্ন, হত দরিদ্র বা পর্যুদস্ত বা পিষ্ট। নামটিই তাদের অবস্থার পরিচয় দেয়।

বৃহত্তর সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ

দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ সামাজিকভাবে এতটাই অবহেলিত, নিগৃহীত, বিচ্ছিন্ন এবং বঞ্চিত যে তারা তাদের অনেক সাধারণ নাগরিক অধিকার স্বাভাবিকভাবে ভোগ করতে পারে না। এজন্যই তাদের জন্য প্রয়োজন বিশেষ অধিকার সুরক্ষা আইন। সাধারণ পর্যবেক্ষণ, গবেষণা এবং বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার জরিপে দেখা যায় আমাদের পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা মেথর, সুইপার, ডোম ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত হয়ে কিভাবে অবজ্ঞা, অপবাদ, অবহেলার শিকার হন, এবং কিভাবে বিভিন্ন স্থানে তাদের প্রবেশাধিকারে কার্যত নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং তাদের ন্যায্য অধিকার থেকেও বঞ্চিত করা হয়। ভাগ্যের নির্মম

পরিহাস যারা আমাদের নগর জীবন পরিচ্ছন্ন রাখেন তাদের আমরা কি মারাত্মক অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে বসবাস করতে বাধ্য করি। অন্যান্য নিম্ন পেশার মানুষও অনুরূপ অবস্থা ও বহুমাত্রিক বঞ্চনার শিকার হন। এর ফলে তারা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে একই অবস্থায় থেকে যান, এবং শিক্ষাহীনতা, দারিদ্র্য এবং হীনমন্যতার দুষ্টচক্রে ঘুরপাক খান। ফলে তাদের অন্যান্য পেশায় এবং সাধারণ আলোকিত জীবনে আসার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। এতে শুধু তাদেরই ক্ষতি না, পুরো জাতি বিশাল এক জনগোষ্ঠির মেধা, মনন এবং অন্তর্নিহিত শক্তির স্ফুরণ থেকে বঞ্চিত হয়।

দলিত ও আরো কিছু প্রান্তিক গোষ্ঠির প্রতি সমাজের মূল ধারার ব্যক্তিবর্গ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ প্রায়শ নিম্নবর্ণিত বিষয়ে প্রতিফলিত হয় :

১. দলিতদের অচ্ছুৎ, অস্পৃশ্য বা অবজ্ঞামূলক অন্য কোনভাবে আখ্যায়িত করে তাদের কাছ থেকে দূরে থাকা বা তাদেরকে দূরে থাকতে বাধ্য করা এবং অন্যকেও একই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতে প্ররোচিত করা;
২. সবার জন্য উন্মুক্ত কোন স্থানে বা উৎসবে বা উপসনালয়ে তাদের প্রবেশাধিকারের উপর নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা, বা তারা সেখানে প্রবেশ করলে সেখান থেকে তাদের বহিস্কার করা, এবং এমনকি তাদের পছন্দমত কোন উন্মুক্ত স্থানে নিজেস্ব উৎসব সমাবেশ আয়োজনে প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করা;
৩. কোন পাবলিক সার্ভিস ব্যবহার ও ভোগ করতে বাধা সৃষ্টি করা;
৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি বা প্রবেশাধিকারের উপর নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা ও নিষেধাজ্ঞা সৃষ্টি করা এবং ভর্তি হতে পারলেও তাদের প্রতি যথাযথ আচরণ না করা যেমন আলাদাভাবে পিছনে বসতে বাধ্য করা, অনেক সময় স্কুলের পরিচ্ছন্নতা কাজ করতে বাধ্য করা;
৫. অনেক সময় সাধারণ হাসপাতালে ভর্তির ব্যাপারেও কর্তৃপক্ষের অনীহা এবং ভর্তি হলে অনেক চিকিৎসকের তাদের চিকিৎসা প্রদানে অবহেলা করা;
৬. হোটেল বা রেষ্টুরেন্টে তাদের থাকা ও খাবারের উপর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি; তাদের ব্যবহৃত বাসনপত্র অন্যদের ব্যবহারে অস্বীকৃতি;
৭. যারা সবকিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেন বা শবদেহ সৎকার করেন তাদেরই শবদেহ অনেক সময় একই শ্মশানে সৎকার করতে না দেয়া;
৮. গ্রাম, মহল্লা বা কোন আবাসিক এলাকায় তাদের বাসস্থান নির্মাণ বা বাসা বাড়ি ভাড়া নেয়ার নিষেধাজ্ঞা আরোপ বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি;
৯. তাদেরকে অপরিচ্ছন, সাধারণ পয়ঃনিষ্কাশনের সুবিধাবিহীন জনাকীর্ণ বস্তিতে/কলোনীতে বসবাস করতে বাধ্য করা;
১০. মালিকানায় কোন জমিজমা থাকলে সেখান থেকে উচ্ছেদের হুমকি প্রদান এবং অনেক ক্ষেত্রে উৎখাত করা;
১১. স্বাভাবিক নাগরিক জীবনে আসার পরিবেশ সৃষ্টি না করা;
১২. কম বেতনে পেশাগত কাজ করতে বাধ্য করা এবং প্রাপ্য ছুটি থেকে বঞ্চিত করা;
১৩. দলিতদের প্রতি কোন অপরাধ সংগঠিত হলে তারা সাধারণত আইন শৃংখলায় নিয়োজিত প্রশাসন থেকে অন্যদের মতো সমান আচরণ ও আইনী সুরক্ষা না পাওয়া, ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের ওপর সংগঠিত অপরাধগুলো ক্ষমতাশালীদের দ্বারা প্রায়ই অযৌক্তিকভাবে কিংবা বৈষম্যের ভিত্তিতে মীমাংসা বা সমঝোতা করা হয়।

বৈরী আচরণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনা

সমাজের উল্লিখিত দৃষ্টিভঙ্গি এবং এর ফলে সৃষ্ট আচরণ ও বাস্তব কর্ম দূর না করতে পরলে দলিত নামের বিশাল জনগোষ্ঠির মানবাধিকার ও সমান মর্যাদা রক্ষা করা সম্ভব নয়। অতএব, উল্লিখিত দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত কতিপয় আচরণ ও কর্ম শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা অপরিহার্য। শুধু তাই নয়, অনেক পিছিয়ে পড়া দলিত জনগোষ্ঠির উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ সুবিধা প্রদানের প্রয়োজন রয়েছে। এই জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন।

দলিতদের প্রতি নিম্নবর্ণিত আচরণ ও কর্ম শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচ্য ঃ

১. জাত-পাত, গোত্র, বর্ণ, প্রথা, বংশ, ধর্ম, বিশ্বাস, ভাষা, জন্মস্থান বা অন্য কোন কারণে কাউকে মৌখিক বা লিখিতভাবে, আচরণে বা কর্মে অচ্ছুৎ জ্ঞানে বা অপমান করে তার মর্যাদা হানি করা; এ ক্ষেত্রে কোন ধর্মীয় বা প্রথাগত রীতিনীতি যুক্তি হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।
২. একই কারণে কোন ব্যক্তির কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি বা শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা;
৩. উল্লিখিত কারণে কোন ব্যক্তির কোন জনসেবা ভোগ, সরকারি বা বেসরকারি পরিবহনে ভ্রমন, দোকান,হোটেল,রেস্তোরায় গমন, হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ, এবং জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত কোন জায়গা বা অনুষ্ঠান বা উৎসবে প্রবেশ ও অংশগ্রহণে বাধা প্রদান বা অন্যকোনভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা;
৪. চাকুরীর ক্ষেত্রে সমান মজুরী না দেয়া, কোন পেশা নিষিদ্ধ করা বা কোন পেশায় যেতে বাধ্য করা, অথবা উল্লিখিত কারণে কাউকে কোন চাকুরিতে বা কর্মে নিয়োগ না করা;
৫. উল্লিখিত কারণে কাউকে তার ঘরবাড়ী গ্রাম বা জমি থেকে উৎখাত বা উৎখাত করার হুমকি প্রদান করা, অথবা কাউকে জমি/বাড়ি ক্রয় করা বা ভাড়া নেয়ায় বাধা সৃষ্টি করা;
৬. প্রথাগত, ধর্মীয়, ঐতিহাসিক বা দার্শনিক করণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অস্পৃশ্যতাকে লালন করা, প্রচার করা এবং অন্যকে এ বিষয়ে প্ররোচিত করা;
৭. জনস্বার্থে সরকার কর্তৃক কোন কাজে আবশ্যিকভাবে নিযুক্ত করা ব্যতিরেকে কাউকে কোন বাধ্যতামূলক শ্রমে নিয়োজিত রাখা।

অনগ্রসর নাগরিকগণের উন্নয়ন ও অধিকার সুরক্ষায় ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ

কেবল বৈষম্যমূলক আচরণ বা কর্ম নিষিদ্ধ করে তা অপরাধমূলক কাজ হিসেবে বিবেচনা করে আইন প্রণয়নই যথেষ্ট নয়। তাদের সার্বিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য এবং তাদের অধিকার ভোগের পথ সহজ করার জন্য সুনির্দিষ্ট ইতিবাচক পদক্ষেপ (Affirmative Actions) গ্রহণ করা প্রয়োজন যার কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলিতদের সন্তানদের ভর্তির জন্য কোটার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট সংখ্যক আসন বরাদ্দ রাখা, এবং কোন বৃত্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের অগ্রাধিকার প্রদান ;
২. বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরির জন্য ক্ষেত্র বিশেষে সম্ভবমত চাকুরির শর্ত শিথিল করে তাদের জন্য কতিপয় আসন সংরক্ষিত রাখা;
৩. অধিকাংশ দলিতশ্রেণীভুক্ত মানুষ ভূমিহীন বিধায় সরকারি খাস জমি বন্টনে তাদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান; তাদের আবাসস্থল হিসেবে কলোনীসমূহ তাদের মালিকানাভুক্ত না বিধায় উচ্ছেদ আতঙ্ক দূর করার জন্য এগুলো স্থায়ী আবাসনের জন্য তাদের মালিকানায় বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন;
৪. যে সকল নির্ধারিত স্থান বা কলোনীতে পরিচ্ছন্ন কর্মীরা বসবাস করেন সেগুলোর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা স্বাস্থ্যসম্মত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
৫. তাদের বসবাসের স্থান বা কলোনীকে অবজ্ঞা বা অপবাদমূলক নাম যেমন মেথর পট্টি বা সুইপার কলোনী ইত্যাদিতে আখ্যায়িত না করে অন্যকোন নাম যেমন পরিচ্ছন্নতা কর্মী নামে নামকরণ করা যায়। অনুরূপভাবে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন মেথর পট্টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সুইপার কলোনী স্কুল নামকরণ না করার ব্যবস্থা গ্রহণ;
৬. কোন সরকারি নীতি নির্ধারণী দলিল, কৌশলপত্র বা কর্মসূচীতে এই জনগোষ্ঠির বিশেষ উল্লেখ সহ তাদের উন্নয়নের জন্য বিশেষ বরাদ্দের ব্যবস্থা রাখা;
৭. সার্বিক উন্নয়ন, তত্ত্বধান এবং তাদের অভাব-অভিযোগ শ্রবণ এবং তা লাঘবের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাঠামোর মধ্যে একটি বৈষম্য বিরোধী সেল গঠন করা;
৮. অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও প্রশাসনিক কমকর্তা-কর্মচারীদের অনগ্রসর গোষ্ঠির প্রতি দায়িত্ববোধ ও সহানুভূতি বৃদ্ধির জন্য বিশেষ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
৯. অধিকার ভঙ্গ বা বৈরী আচরণের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও তার প্রতিকারের সহজ বিচারিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা,পদ্ধতি ও ফোরাম প্রতিষ্ঠা করা;
১০. পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের উৎসব ভাতা, অন্যান্য পেশার মত ছুটি ভোগ, মাতৃত্বকালীন ছুটি ইত্যাদি নিশ্চিতকরণ, যা থেকে তারা অনেকাংশে বঞ্চিত;
১১. স্বার্থ, মর্যাদা ও অধিকার রক্ষা সংক্রান্ত কোন বিরোধ নিস্পত্তিতে আদালতে বা অন্য কোন ফোরামে তাদের সরকারি আইনী সেবা প্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার প্রদান।

বিভিন্ন অনগ্রসর জনগোষ্ঠির অধিকার সুরক্ষার জন্য বৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়ন

বিভিন্ন অনগ্রসর জনগোষ্ঠির অধিকার ভোগের সমস্যা ও তাদের প্রতি বৈষম্যর প্রকৃতি অনেক ক্ষেত্রে ভিন্ন ও আলাদা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত, যদিও এর মাঝে রয়েছে অনেক সাধারণ ও অভিন্ন বিষয়। সে হিসেবে একই আইনে বিভিন্ন গোষ্ঠির সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা রেখে একটি অভিন্ন সাধারণ আইন প্রণয়ন করাই সমীচীন । যার দ্বারা অনগ্রসর নাগরিকগণসহ বৈষম্যের শিকার রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের জন্য এই আইনের মাধ্যমে প্রতিকার প্রাপ্তির সুযোগ উন্মুক্ত থাকে। আইন কমিশন এই অধিকতর প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনায় নিয়ে প্রস্তাবিত 'বৈষম্য বিলোপ আইন' এর খসড়াটি প্রস্তুত করেছে।

সুপারিশকৃত বৈষম্য বিলোপ আইন এর বৈশিষ্ট্যসমূহ :

'বৈষম্যমূলক কার্যাবলী'

আইনে সব ধরণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বৈষম্যমূলক কার্যাবলী বেআইনী তথা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, যা বিভিন্ন মাত্রার কারাদন্ড ও অর্থদন্ড দ্বারা শাস্তিযোগ্য করা হয়েছে।

'অভিযোগ দায়ের ও তদন্ত'

অভিযোগ দায়েরের এবং তদন্তের জন্য দুই ধরণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অথবা সরাসরি আদালতে অভিযোগ দায়ের করা যাবে। যাতে করে ভুক্তভোগী ব্যক্তি তার জন্য সুবিধাজনক সুযোগটি গ্রহণ করতে পারে। এই ক্ষেত্রে কমিশন অভিযোগের তদন্তকারী সংস্থা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। আদালতে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহ আদালতের বিবেচনা অনুসারে সরাসরি আমলে গ্রহণ করা কিংবা বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে অগ্রসর হবে। এতে করে প্রচলিত তদন্তকারী সংস্থা তথা পুলিশ বা অন্যকোন তদন্তকারী সংস্থার উপর এই আইনের অপরাধসমূহের তদন্ত বাড়তি বোঝা হিসাবে আরোপিত হবে না। ফলে তদন্ত ও বিচারপ্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে।

'বৈষম্য বিলোপ বিশেষ আদালত'

এই আইনের আওতায় দায়েরকৃত মামলা বিচার করার এখতিয়ার জেলা জজ ও অতিরিক্ত জেলা জজগণের উপর অর্পণের প্রস্তাব করা হয়েছে। বিরোধের প্রকৃতি মৌলিক অধিকার সংশ্লিষ্ট বিবেচনায় জেলা পর্যায়ের জ্যেষ্ঠ বিচারকবৃন্দের দ্বারা নিস্পত্তিকরণ সমীচীন বিবেচনায় করা হয়েছে। একইভাবে আপীল এখতিয়ার হাইকোর্ট বিভাগের উপর অর্পণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন'

বৈষম্য সংক্রান্ত অপরাধের তদন্তসহ অনগ্রসর নাগরিকগোষ্ঠিকে মূলধারায় আনয়ণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণের দায়িত্ব জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উপর অর্পণ করা হয়েছে। নতুন কোন সংস্থা স্থাপনের জটিলতা এবং বিলম্ব পরিহারকল্পে এ বিধান রাখা হয়েছে।

উল্লিখিত আইনের খসড়া প্রণয়নে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, নাগরিক উদ্যোগ,মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী অধিকার আন্দোলন (বিডিইআরএম), রিসার্চ এন্ড ডেভালাপমেন্ট কালেক্টিভ (আরডিসি) এর প্রতি আইন কমিশন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

এতদ্সঙ্গে "বৈষম্য বিলোপ আইন" এর খসড়া সংযুক্ত করা হলো।

প্রফেসর ড. এম. শাহ আলম
সদস্য

বিচারপতি এ.টি.এম. ফজলে কবীর
সদস্য

বিচারপতি এ.বি.এম. খায়রুল হক
চেয়ারম্যান

বৈষম্য বিলোপ আইন,২০১৪

(২০১৪ সনের ....নং আইন)

(সুপারিশতব্য)

[..... ২০১৪]

মানব সত্তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিতকরণ, সমমর্যাদা ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সর্বপ্রকার বৈষম্য বিলোপ এবং অনগ্রসর নাগরিক গোষ্ঠির অগ্রগতিকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু,ঐতিহাসিক মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে একটি শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং অন্যান্য মৌলিক অধিকারের সহিত মানবাধিকার ও সামাজিক সাম্য নিশ্চিত করিবার অঙ্গীকার রহিয়াছে, এবং

যেহেতু সংবিধানে প্রদত্ত উক্তরূপ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সর্বপ্রকার বৈষম্য বিলোপকল্পে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় :

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :-

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রারম্ভিক

শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন বৈষম্য বিলোপ আইন, ২০১৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকরী হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে, -

(ক) "অনগ্রসর নাগরিক গোষ্ঠি" অর্থ সামাজিক,অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক,ধর্ম,বর্ণ,গোত্র, জাত,ভাষা,বয়স,লিঙ্গ,প্রতিবন্ধিতা,জন্মস্থান, জন্ম ও পেশাভিত্তিক বৈষম্যের শিকার জনগোষ্ঠি;

(খ) "অপরাধ" অর্থ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত ৪ ধারায় উল্লিখিত নিষিদ্ধ কার্যাবলী;

(গ) "অস্পৃশ্যতা" অর্থ বিশেষ ধর্মে বা গোত্রে জন্ম বা বিশেষ পেশা, যেমন পরিচ্ছন্নতা কর্ম ইত্যাদিতে নিয়োজিত থাকার কারণে কোন নাগরিকের সংস্পর্শ নিষিদ্ধ বা অপবিত্র বিবেচনা করা;

(ঘ) "আদালত" অর্থ এই আইনের আওতায় গঠিত "বৈষম্য বিলোপ বিশেষ আদালত";

(ঙ) "কমিশন" অর্থ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন;

(চ) "চেয়ারম্যান " অর্থ চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন;

(ছ) "জন্ম ও পেশা ভিত্তিক বৈষম্য" অর্থ নাম, গোত্র, জন্মস্থান, বাসস্থান, ভাষা, বর্ণ, খাদ্যাভাস ও সংস্কৃতি, বংশানুক্রমিক পেশাসহ যে কোন বৈধ পেশায় নিয়োজিত থাকার কারণে সামাজিক মর্যাদা ও সেবাদি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সৃষ্ট বৈষম্য;

(জ) "জনস্থল" অর্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি অফিস, আধা-সরকারি অফিস,স্বায়ত্বশাসিত অফিস ও বেসরকারি অফিস, গ্রন্থাগার, লিফট, আচ্ছাদিত কর্মক্ষেত্র (**indoor work place**), হাসপাতাল ও ক্লিনিক, আদালত ভবন, বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর,নৌবন্দর, রেলওয়ে স্টেশন,বাস টার্মিনাল, প্রেক্ষাগৃহ, প্রদর্শনী কেন্দ্র, থিয়েটার হল, বিপণী ভবন, রেস্টুরেন্ট, আবাসিক হোটেল, গণশৌচাগার, ষ্টেডিয়াম বা খেলার মাঠ, শিশুপার্ক, মেলা বা

সর্ব প্রকার গণপরিবহন ও গণপরিবহনে আরোহণের নিমিত্ত যাত্রীদের অপেক্ষার নির্দিষ্ট সারি ও স্থান, ধর্মীয় উপসনালয় ও সৎকারস্থল, জনসাধারণ কর্তৃক সম্মিলিতভাবে ব্যবহার্য অন্য কোন স্থান অথবা সরকার বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, সময় সময়ে ঘোষিত অন্য যে কোন বা সকল স্থান;

(ঝ) "দেওয়ানি কার্যবিধি" অর্থ **The Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908)**

(ঞ) "প্রতিবন্ধী ব্যক্তি" অর্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন,২০১৩ (২০১৩ সনের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ৩ এ বর্ণিত যে কোন ধরণের প্রতিবন্ধিতা সম্পন্ন কোন ব্যক্তি এবং এই আইনের ধারা ২(গ) তে বর্ণিত "লিঙ্গপ্রতিবন্ধী" ব্যক্তি;

(ট) "ফৌজদারি কার্যবিধি" অর্থ **The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898)**

(ঠ) "বৈষম্য" অর্থ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠি, অন্য কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির তুলনায় কম সুবিধা পাওয়া এবং ভিন্নতর আচরণ ও বঞ্চনার শিকার হওয়া;

(ড) "বৈষম্যমূলক কার্যাবলী" অর্থ এই আইনের ৪ ধারায় বর্ণিত কার্যাবলী;

(ঢ) "বৈষম্যমূলক অপরাধ তদন্ত সেল" অর্থ এই আইনে বর্ণিত অপরাধসমূহ তদন্তের জন্য কমিশন কর্তৃক গঠিত সেল;

(ণ) "লিঙ্গপ্রতিবন্ধী" অর্থ জন্মগত বা বয়ঃপ্রাপ্তিক্রমে শারীরিক গড়নের কারণে এককভাবে নারী বা পুরুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্যহীন ব্যক্তি;

(ত) "সেবা " অর্থ কোন সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত খাদ্য,বাসস্থান,শিক্ষা,চিকিৎসা, বিনোদন ইত্যাদি সংক্রান্ত এবং তদসংশ্লিষ্ট সেবাসমূহ;

আইনের প্রাধান্য

৩। আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন, ইহার অধীনে প্রণীত বিধি ও এই আইনের অধীন প্রদত্ত নির্দেশ কার্যকর থাকিবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সর্বপ্রকার বৈষম্য নিষিদ্ধকরণ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ

বৈষম্যমূলক কার্যাবলী বেআইনী এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ

৪। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ধর্ম,বর্ণ,গোত্র, জাত, ভাষা, বয়স, লিঙ্গ, শারীরিক-মানসিক ও লিঙ্গ প্রতিবন্ধিতা,জন্মস্থান, জন্ম ও পেশার এবং অস্পৃশ্যতার অজুহাতে কৃত সর্বপ্রকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বৈষম্যমূলক কার্যাবলী বেআইনী হইবে; বিশেষত নিম্নোক্ত বৈষম্যমূলক কার্যাবলী শাস্তিযোগ্য অপরাধ মর্মে গণ্য হইবে :

(ক) সম্পত্তি অর্জনে তথা ক্রয়-বিক্রয়-ভাড়া বা অন্য কোন স্থায়ী বা অস্থায়ী হস্তান্তর গ্রহণে বা সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত করা;

(খ) সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদেয় সেবা লাভের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা;

(গ) যে কোন প্রকারের শিক্ষা ও চিকিৎসা গ্রহণে এবং কর্ম প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা;

(ঘ) প্রতিবন্ধিতার অজুহাতে কোন শিশুকে পরিবারে প্রতিপালন না করিয়া বিশেষ কোন গোষ্ঠির নিকট হস্তান্তর করা;

(ঙ) প্রতিবন্ধী হওয়ার এবং পিতৃপরিচয় প্রদানে অসমর্থতার অজুহাতে শিশুকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্ত্তিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন, শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে বহিস্কার করা;

(চ) প্রতিবন্ধিতার অজুহাতে পরিবারে বসবাসে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা;

(ছ) কোন বিশেষ ধর্ম পালন করা বা আদৌ কোন ধর্ম পালন না করার অজুহাতে কোন প্রকার অধিকার ভোগে বাধা প্রদান করা;

(জ) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ধর্ম,বর্ণ, জাত,ভাষা, বয়স, লিঙ্গ, প্রতিবন্ধিতা,জন্মস্থান, জন্ম ও পেশা,অস্পৃশ্যতার অজুহাতে জনস্থল,সর্বজনীন উৎসব, নিজ ধর্মীয় উপাসনালয়ে প্রবেশ ও অংশগ্রহণে বাধা প্রদান করা;

(ঝ) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন সভা বা প্রচার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ধর্ম,বর্ণ,গোত্র, ভাষা, বয়স, লিঙ্গ, প্রতিবন্ধিতা,জন্মস্থান, জন্ম ও পেশার এবং অস্পৃশ্যতার অজুহাতে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ,কুৎসামূলক প্রচারণার মাধ্যমে বৈষম্য সৃষ্টি করা;

(ঞ) ব্যক্তি আইন ও ***The Special Marriage Act,1872*** (১৮৭২ সনের ৩ নং আইন) এর অধীনে অথবা গোত্র, বর্ণের ভিন্নতার কারণে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং উক্তরূপ বিবাহের কারণে বিবাহের পক্ষদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা;

(ট) স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণে

প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা;

(ঠ) সরকারি বা বেসরকারি চাকুরিতে ও কর্মস্থলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ধর্ম,বর্ণ,গোত্র, ভাষা, বয়স, লিঙ্গ, প্রতিবন্ধিতা,জন্মস্থান, শারীরিক অবস্থা বিশেষত অন্তঃসত্ত্বাবস্থা, জন্ম ও পেশা এবং অস্পৃশ্যতার অজুহাতে কোন ব্যক্তিকে বেতন-ভাতা-মজুরি, ছুটিদানসহ সর্বপ্রকার সুযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ করা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বৈষম্যমূলক অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ ও তদন্ত প্রক্রিয়া

অভিযোগ দায়ের

৫। (১) এই আইনের ৪ ধারায় বর্ণিত কোন অপরাধ সংঘঠিত হইলে বৈষম্যের দ্বারা ভূক্তভোগী ব্যক্তি কিংবা তাহার পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বরাবরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করিবেন। কমিশন ধারা ৬ অনুসারে অনুসন্ধান ও তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে বা কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করা সর্ম্পকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে, বা উপ-ধারা (২) অনুসারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত অভিযোগটি সংশ্লিষ্ট আদালতে প্রেরণ করিবে।

(২) উপধারা (১) এর বিধান থাকা সত্ত্বেও ৪ ধারায় বর্ণিত কোন অপরাধ সংঘঠিত হইলে বৈষম্যের দ্বারা ভুক্তভোগী ব্যক্তি কিংবা তাহার পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সরাসরি আদালতে দরখাস্ত দাখিলের মাধ্যমে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং সেই ক্ষেত্রে আদালত শপথ পূর্বক অভিযোক্তাকে পরীক্ষা করিয়া অপরাধ আমলে লইতে পারিবে অথবা বিচার বিভাগীয় তদন্তের (**Judicial Inquiry**) নিমিত্ত যে কোন জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট এর নিকট পাঠাইতে পারিবে এবং জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট ৩০(ত্রিশ)দিনের মধ্যে তদন্তান্তে আদালতে প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন।

অনুসন্ধান, মামলা দায়ের,তদন্ত পদ্ধতি

৬।(১) ফৌজদারি কার্যবিধিতে যাহাই থাকুক না কেন, চেয়ারম্যানের কিংবা তাহার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে "বৈষম্যমূলক অপরাধ তদন্ত সেল" এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে অধীনস্থ কোন কর্মকর্তা ধারা ৫(১) এ বর্ণিত অভিযোগের ভিত্তিতে প্রাথমিক অনুসন্ধান করিবেন; যিনি অতঃপর "অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা" মর্মে উল্লিখিত হইবেন;

(২) অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা লিখিত অভিযোগে বর্ণিত অপরাধ সর্ম্পকে অনুসন্ধান ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহপূর্বক সাত (০৭) কর্মদিবসের মধ্যে একটি প্রাথমিক প্রতিবেদন দাখিল করিবেন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রতিবেদনটি পর্যালোচনান্তে সাত (০৭) কর্মদিবসের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন যে, ঘটনাটি সর্ম্পকে আনুষ্ঠানিক তদন্ত আরম্ভ করা, কিংবা অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা, কিংবা কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করাই সঙ্গত কিনা এবং সে আলোকে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে;

(৩) উপ-ধারা ২ অনুসারে আনুষ্ঠানিক তদন্তের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা বা অন্য কোন কর্মকর্তাকে "তদন্তকারী কর্মকর্তা" নিযুক্ত করা হইবে এবং তিনি অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তার দাখিলকৃত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে একটি এজাহার স্থানীয় থানায় দাখিল করিবেন এবং উহা অপরাধ সর্ম্পকিত প্রাথমিক তথ্য হিসাবে থানায় লিপিবদ্ধ করা হইবে;

(৪) কোন অপরাধের তদন্তের বিষয়ে তদন্তকারী কর্মকর্তা ফৌজদারি কার্যবিধির বিধানাবলী অনুসারে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে থানার একজন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ন্যায় একই ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন এবং তিনি, এই আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালা সাপেক্ষে, ফৌজদারি কার্যবিধি অনুসরণ করিবেন;

(৫) অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা কর্তৃক রেকর্ডকৃত জবানবন্দী, আটককৃত বস্তু,সংগৃহীত আলামত বা অন্যান্য তথ্য আনুষ্ঠানিক তদন্তের প্রয়োজনে তদন্তকারী কর্মকর্তা ব্যবহার করিতে পারিবেন;

(৬) তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযোগে বর্ণিত অপরাধ সর্ম্পকে তদন্তপূর্বক ত্রিশ (৩০) কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করিবেন এবং কোন সঙ্গত কারণে উক্ত সময়ের মধ্যে তদন্তান্তে প্রতিবেদন দাখিল করা সম্ভব না হইলে, সংশ্লিষ্ট আদালতে তদন্তের সময় বৃদ্ধির জন্য কারণ উল্লেখ পূর্বক লিখিতভাবে আবেদন করিতে পারিবেন এবং আদালত সন্তুষ্টি সাপেক্ষে অভিযোগটির তদন্তের মেয়াদ সর্বোচ্চ ১৫ কার্যদিবস পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবে;

(৭) তদন্ত কার্য শেষ হইলে তদন্তকারী কর্মকর্তা, চেয়ারম্যানের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে, তদন্তের মূল প্রতিবেদনের কপি, সংশ্লিষ্ট মূল কাগজাদি সহ

"বৈষম্য বিলোপ বিশেষ আদালত"এ দাখিল করিবেন এবং একটি অনুলিপি নিজ দপ্তরে ও আরেকটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট থানায় দাখিল করিবেন, যাহা ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৭৩ এর মর্ম মতে পুলিশ রিপোর্ট হিসাবে গণ্য হইবে।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ

৭। ধারা ৬ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা বা তদন্তকারী কর্মকর্তা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা অন্য কোন সরকারি কর্তৃপক্ষ বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার সহায়তার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং তদনুসারে উক্ত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা সহায়তা করিবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বৈষম্যমূলক অপরাধের দন্ড

দন্ড

৮। নিম্নোক্ত টেবিলে উল্লিখিত বিধানাবলী লঙ্ঘন বা অমান্যকরণ বা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর জন্য উহার বিপরীতে উল্লিখিত দন্ড আরোপে যোগ্য হইবে :

ক্রমিক নং	অপরাধের বর্ণনা	আরোপে যোগ্য
১	ধারা ৪ক অনুসারে সম্পত্তি অর্জন ও উত্তরাধিকার লাভে বঞ্চিত করা	অনধিক ১০(দশ) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ১০(দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড।
২	ধারা ৪খ অনুসারে সেবা লাভে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি	প্রথম বারের ক্ষেত্রে অনধিক ২(দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ৫০(পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড। পরবর্তী প্রতিবারের জন্য অনধিক ০৫(পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ০৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড।
৩	ধারা ৪গ অনুসারে শিক্ষা ও চিকিৎসা গ্রহণ এবং কর্ম লাভে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি	প্রথম বারের ক্ষেত্রে অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা

		অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড। পরবর্তী প্রতিবারের জন্য অনধিক ১০(দশ) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ১০(দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড।
৪	ধারা ৪ঘ অনুসারে প্রতিবন্ধী শিশুকে নিজ পরিবারে প্রতিপালন না করিয়া কোন গোষ্ঠির নিকট হস্তান্তর করা	অনধিক ১০(দশ) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ১০(দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড।
৫	ধারা ৪ঙ অনুসারে প্রতিবন্ধী হওয়া এবং পিতৃপরিচয় প্রদানে অসমর্থতার অজুহাতে শিশুকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্ত্তিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন, শারীরিক-মানসিক নির্যাতন করা বা বহিস্কার করা	অনধিক ১০(দশ) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ১০(দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড।
৬	ধারা ৪চ অনুসারে প্রতিবন্ধিতার অজুহাতে পরিবারে বসবাসে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা	প্রথম বারের ক্ষেত্রে অনধিক ২(দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ৫০(পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড। পরবর্তী প্রতিবারের জন্য অনধিক ১০(দশ) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ১০(দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড।
৭	ধারা ৪ছ ধর্মপালনে বা পালন না করায় বাধা দান	প্রথম বারের ক্ষেত্রে অনধিক ২(দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ৫০(পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড। পরবর্তী প্রতিবারের জন্য অনধিক ১০(দশ) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ১০(দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড।
৮	ধারা ৪জ অনুসারে জনস্থল,সর্বজনীন উৎসব, নিজ ধর্মীয় উপাসনালয়ে প্রবেশ ও অংশগ্রহণে বাধা প্রদান করা	প্রথম বারের ক্ষেত্রে অনধিক ২(দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ৫০(পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড। পরবর্তী প্রতিবারের জন্য অনধিক ১০(দশ) বৎসর

		কারাদন্ড বা অনধিক ১০(দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড।
৯	ধারা ৪ঝ অনুসারে বিদ্বেষপূর্ণ,কুৎসামূলক প্রচারণার মাধ্যমে বৈষম্য সৃষ্টি করা	অনধিক ০৫(পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ০৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড।
১০	ধারা ৪ঞ অনুসারে বৈবাহিক সর্ম্পক স্থাপনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা	অনধিক ০৫(পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ০৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড।
১১	ধারা ৪ট অনুসারে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা	অনধিক ০৫(পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ০৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড।
১২	ধারা ৪ঠ অনুসারে চাকুরিতে ও কর্মস্থলে বেতন - ভাতাদিসহ সুযোগ প্রদানে বৈষম্য সৃষ্টি করা	প্রথম বারের ক্ষেত্রে অনধিক ২(দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ৫০(পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড। পরবর্তী প্রতিবারের জন্য অনধিক ১০(দশ) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ১০(দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বৈষম্য বিলোপ আদালত ও বিচার প্রক্রিয়া

বৈষম্য বিলোপ বিশেষ আদালত প্রতিষ্ঠা

৯।(১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেক জেলায় এক বা একাধিক "বৈষম্য বিলোপ বিশেষ আদালত" প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

(২) সরকার বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে প্রত্যেক জেলার জেলা ও

দায়রা জজকে "বৈষম্য বিলোপ বিশেষ আদালত" এর বিচারক নিযুক্ত করিবে; তিনি নিজ সাধারণ এখতিয়ারভুক্ত মামলা ছাড়াও "বৈষম্য বিলোপ বিশেষ আদালত"এর এখতিয়ারভুক্ত মামলাসমূহের বিচার নিস্পত্তি করিবেন অথবা জজশীপের যে কোন অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ এর নিকট বিচার নিস্পত্তির জন্য বদলী করিতে পারিবেন, সেই ক্ষেত্রে বদলীকৃত আদালতটি "বৈষম্য বিলোপ বিশেষ আদালত" হিসাবে গণ্য হইবে।

(৩) এই আইনে বর্ণিত অপরাধসমূহের বিচার নিস্পত্তিকালে আদালতটি দায়রা আদালত হিসাবে গণ্য হইবে এবং দেওয়ানি মামলা বিচার নিস্পত্তিকালে দেওয়ানি আদালত হিসাবে গণ্য হইবে ।

আদালতের কার্যপদ্ধতি ও ক্ষমতা

১০।(১) আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধের বিচার নিস্পত্তিকালে ফৌজদারি কার্যবিধি এবং দেওয়ানি মামলা বিচারকালে দেওয়ানি কার্যবিধি অনুসরণ করিবে। উভয় ক্ষেত্রেই সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ প্রযোজ্য হইবে।

(২) এই আইনের অধীন দায়েরকৃত মামলা সমূহ "বৈষম্য বিলোপ মামলা" এবং "বৈষম্য বিলোপ দেওয়ানি মামলা" হিসাবে পৃথক রেজিষ্টারভূক্ত হইবে।

(৩) এই আইনের ধারা ৪ এ বর্ণিত বৈষম্যমূলক কার্যাবলী দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি দেওয়ানি প্রতিকার প্রার্থণার নিমিত্ত চিরন্তন নিষেধাজ্ঞা, আদেশাত্মক নিষেধাজ্ঞা, ঘোষণামূলক প্রতিকার এবং ক্ষতিপূরণের প্রতিকার প্রার্থণা করিয়া মোকদ্দমা দায়ের করিতে পারিবে।

(৪) বৈষম্য বিলোপ বিশেষ আদালতে বিচার্য সকল মামলা অভিযোক্তা নিজে কিংবা তাহার নিয়োজিত আইনজীবী দ্বারা পরিচালনা করিতে পারিবেন অথবা চেয়ারম্যান কর্তৃক নিয়োজিত আইনজীবী পরিচালনা করিবেন এবং উক্ত আইনজীবী অপরাধের মামলার ক্ষেত্রে স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটার ও দেওয়ানি প্রকৃতির মামলার ক্ষেত্রে বিশেষ সরকারি কৌঁশুলী হিসাবে গণ্য হইবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, চেয়ারম্যানের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশনের কর্মকর্তাও মামলা পরিচালনায় উক্ত আইনজীবীকে সহায়তা করিবেন এবং প্রয়োজনবোধে নিজে আদালতে বক্তব্য উপস্থাপন করিতে পারিবেন।

(৪) আদালতের তলব মতে উপস্থিত কোন মামলার সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ ব্যতীত ফেরত দেওয়া যাইবে না এবং আদালতের সাধারণ দৈনিক কর্ম সময় অতিক্রান্ত হইলে উক্ত মামলার শুনানী বা সাক্ষ্য গ্রহণ পরবর্তী কর্মদিবসে চলমান থাকিবে।

(৫) কেবল যুক্তিসঙ্গত কারণে মামলার শুনানী মূলতবী করা যাইবে,তবে কোন অবস্থায় দুই(০২) বারের অধিক শুনানী মূলতবী করা যাইবে না।

(৬) অপরাধের মামলার ক্ষেত্রে অভিযোগ গঠনের তারিখ হইতে এবং দেওয়ানি মামলার বিচার্য বিষয় গঠনের তারিখ হইতে ৬০(ষাট) কর্মদিবসের মধ্যে আদালত বিচারকার্য সমাপ্ত করিবেন। অন্যথায় আদালত অনুসন্ধানপূর্বক বিলম্বের জন্য দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং পরবর্তী ত্রিশ (৩০) দিনের মধ্যে মামলাটি নিস্পত্তি করিবেন।

স্বেচ্ছায় দোষ স্বীকারোক্তি

১১। অভিযোগ গঠনকালে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি অনুতপ্ত হইয়া ভবিষ্যতে এই ধরণের অপরাধ আর করিবে না মর্মে লিখিত অঙ্গীকারনামা দাখিল করিলে অভিযোক্তার সম্মতি সাপেক্ষে আদালত প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে স্বীয় বিবেচনায় যথোপযুক্ত আদেশ প্রদানের মাধ্যমে মামলাটির নিস্পত্তি করিবেন।

আদালতের আদেশ অমান্যকরণ, ইত্যাদির দন্ড

১২। আদালতের কোন নির্দেশ কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অমান্য করিলে, আদালত ঐ ব্যক্তিকে বা ঐ প্রতিষ্ঠান প্রধানকে হাজির হইয়া কারণ দর্শাইবার আদেশ করিতে পারিবেন, নির্দেশ অমান্যকারীর ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হইলে আদালত তাহাকে উক্ত নির্দেশ প্রতিপালনসহ অনধিক ০২ (দুই) মাসের কারাদন্ড এবং পাঁচ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত করিতে পারিবে; অমান্যকারী সরকারি কর্মচারী হইলে এবং তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে বা অবহেলা করিয়া নির্দেশ পালন করেন নাই মর্মে প্রতীয়মান হইলে আদালত তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

আপীল

১৩। (১) আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ, রায় বা আরোপিত দন্ড দ্বারা সংক্ষুব্ধ পক্ষ উক্ত আদেশ, রায় বা আরোপিত দন্ডাদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ষাট দিনের মধ্যে, হাইকোর্ট বিভাগে আপীল করিতে পারিবে। উক্ত আপীল মামলা সমূহ “বৈষম্য বিলোপ দায়রা আপীল মামলা” এবং “বৈষম্য বিলোপ দেওয়ানি আপীল মামলা” হিসাবে পৃথক

রেজিষ্টারভূক্ত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত আপীল মামলা সমূহ দায়েরের তারিখ হইতে একশত বিশ (১২০) কার্যদিবসের মধ্যে আদালত বিচারকার্য সমাপ্ত করিবেন।

(৩) আপীল মামলা সমূহ পরিচালনার ক্ষেত্রে ***The Supreme Court of Bangladesh (High Court Division) Rules,1973*** এর 'পেপার বুক' প্রস্তুত ও দাখিলকরণ সংক্রান্ত বিধি সমূহ প্রযোজ্য হইবে না।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে সহায়তা প্রদান

১৪। (১)এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বৈষম্যমূলক মামলার তদন্তকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করিবে।

(২) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অনগ্রসর নাগরিক গোষ্ঠিকে মূলধারায় আনয়নকল্পে প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ করিবে;

(৩) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে আবশ্যকীয় সকল প্রকার সহায়তা দান করিবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিবিধ

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

১৫।(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষ করিয়া, এবং উপরি-উক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, উক্ত বিধি মালায় নিম্নবর্ণিত সকল বা কোন বিষয়ে বিধান করা যাইবে , যথা :-

(ক) "অনগ্রসর নাগরিক গোষ্ঠি"র শুমারীকরণ, যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং তাহাদের উন্নয়নকল্পে প্রয়োজনীয় বিধিমালা প্রনয়ণ।

ইংরেজী তে অনূদিত পাঠ প্রকাশ

১৬।(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা,আইনটির ইংরেজীতে অনূদিত একটি অনুমোদিত পাঠ প্রকাশ করিবে।

(২) এই আইনের কোন বিষয়ে বাংলা ও ইংরেজী পাঠ সাংঘর্ষিক প্রতীয়মান হইলে, বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

প্রফেসর ড. এম. শাহ আলম
সদস্য

বিচারপতি এ.টি.এম. ফজলে কবীর
সদস্য

বিচারপতি এ.বি.এম. খায়রুল হক
চেয়ারম্যান